প্রথম আলো

তারিখ 07 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

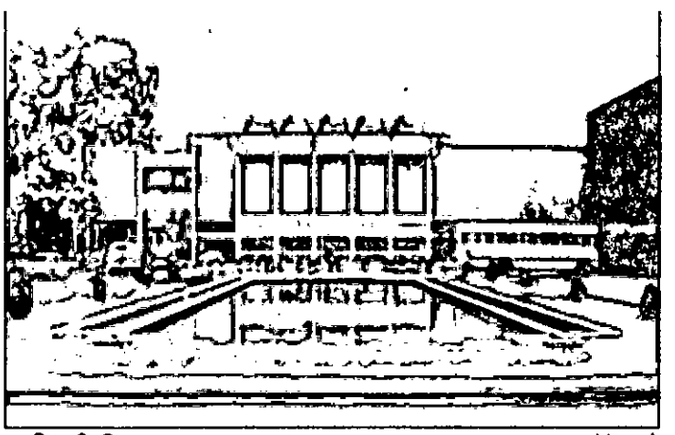

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাংশ —ইন্টারনেট

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়

সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকছে না আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা প্রতিনিধি

ভারতের ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এখন থেকে আর শুধু সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকছে না। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ বিশ্ববিদ্যালয়। গত বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ জারি করেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপ এ এন রায় এবং বিচারপতি অশোক ভুবন নিয়ে গঠিত বেঞ্চটি এ রায় দেন।

১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু মর্যাদা ছাড় মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষি ছিল। ১৯৬৫ সালে সংরক্ষিত কোটা সংখ্যালঘুর মর্যাদা স্থগিত করা হলেও ১৯ সালে একটি সংশোধনী আইনের মাধ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মর্য দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পরে শতাংশ আসন মুসলিম ছাত্রদের স সংরক্ষণের একটি আদেশ জারি করে। এল বাদ হাইকোর্ট গত বছরের ৪ অক্টোবর বাতিল করে দেন। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সর ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপিল করলে খারিজ করে দিয়ে বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট মর্মে রায় দেন—এখন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় আর সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এটি উন্মুক্ত থাকবে সব ধর্ম-বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য। হাইকোর্ট এ রুল জারি করলেও সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারবে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী এসজি হাসনাইন বলেন, আদালতের এ রুলের অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মুসলমানদের জন্য আর কোনো বিশেষ কোটা থাকবে না।